বাংলাদেশের কৃষি ঋণের ব্যবহার এবং প্রভাব নির্ধারণ

সমীক্ষা প্রতিবেদন

ডিসেম্বর, ২০১৪

বাংলাদেশ ব্যাংক
গবেষণা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

সমীক্ষা দলের সদস্যবৃন্দ

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ
প্রধান সমন্বয়কারী

(মুহঃ গোলাম মওলা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ

(মোঃ গোলজারে নবী)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ

(মোঃ ছাইদুল ইসলাম)
যুগ্ম-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

(নাজমুন নাহার মিলি)
যুগ্ম-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

(মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান সরদার)
যুগ্ম-পরিচালক
মানিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট

(রমা রাণী সূত্রধর)
উপ-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

(জাহিরা হাসিন)
উপ-পরিচালক
গবেষণা বিভাগ

(আরজিনা আকতার ইফা)
(উপ-পরিচালক)
গবেষণা বিভাগ

(কায়সারুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভূক্তি বিভাগ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পরিচালক পর্ষদের ৩৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বাংলাদেশের কৃষি ঋণের ব্যবহার এবং প্রভাব নির্ধারণ" শিরোনামে একটি সমীক্ষা বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। গবেষণা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার-এর নেতৃত্বে উক্ত বিভাগ আলোচ্য সমীক্ষাটি পরিচালনা করার জন্য গবেষণা বিভাগের ৮ (আট) জন, মানিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এর ১ জন এবং কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভূক্তি বিভাগের ১ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে মোট ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। সমীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে দেশের ৩৩টি জেলায় ১০টি ব্যাংকের (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-৪টি, রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক-২টি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-৪টি) ৬০টি শাখার প্রায় ২০০০ ঋণ-গ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার ও ফলাফল যাচাইকরণের পাশাপাশি কৃষিঋণ প্রদানকারী শাখাসমূহ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাংক শাখা প্রধানের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে যাচাই করা হয়েছে এবং বিষয়গুলো সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোঃ রাজী হাসান ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সমীক্ষা দলকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সমীক্ষাদল কৃষি ঋণ-গ্রহীতা এবং ব্যাংকসমূহের শাখা প্রধানদের সাথে মত বিনিময় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং পরবর্তীতে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়নের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সে জন্য সমীক্ষা দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নির্বাচিত ব্যাংকগুলোর আঞ্চলিক প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের আপ্রাণ সহযোগিতার বিষয়টিও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কৃষি ঋণ-গ্রহীতাগণ কোনরূপ আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ ব্যতীত তাদের কর্মব্যস্ততার মাঝেও সমীক্ষাদলকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। সমীক্ষা পরিচালনাকালীন সময়ে ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী ও গাড়িচালকগণের নিরলস সেবা সমীক্ষাদলকে নির্বিঘ্নে সমীক্ষাটি পরিচালনার কাজে সাহায্য করেছে। সেজন্য সকলের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা।

সর্বোপরি সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ আগামীতেও বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(বিলকিস সুলতানা)
মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ডিসেম্বর ২০১৪

****

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১ঃ পটভূমি	**১-২**
১.১ ভূমিকা	১
১.২ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য	২
১.৩ সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি	২
১.৪ সমীক্ষা দল	
অধ্যায় ২ঃ কৃষিঋণের সাম্প্রতিক গতিধারা	**৩-৭**
২.১ কৃষিঋণের সাম্প্রতিক গতিধারা	৩-৪
২.২ ব্যাংকভিত্তিক কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি	৫-৬
২.৩ কৃষিখাতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং শ্রেণীকৃত ঋণের পরিস্থিতি	৬-৭
২.৪ তফসিলি ব্যাংকসমূহের বেসরকারি খাতে মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষি ঋণ স্থিতি	৭
অধ্যায় ৩ঃ মাঠ জরিপ কার্যক্রম	**৮-২০**
৩.১ মাঠ পর্যায়ের জরিপ কার্যক্রমের বর্ণনা	৮
৩.২ জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল	৮-১০
৩.৩ অবকাঠামো	১১-১২
৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	১২-১৫
৩.৫ উৎপাদিত কৃষিপণ্য/সেবা	১৫-১৬
৩.৬ কৃষিঋণ ব্যবহারের খাতসমূহ	১৭
৩.৭ কৃষিঋণ গ্রহীতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৮
৩.৮ ফলাফল পর্যালোচনা	১৯-২০
৩.৯ কৃষিঋণ ব্যবহারকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন	২০
অধ্যায় ৪ঃ কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের সমস্যাবলী	**২১-২২**
৪.১ কৃষিঋণ বিতরণের অসুবিধাসমূহ	২১
৪.২ কৃষিঋণ আদায়ের অসুবিধাসমূহ	২২
অধ্যায় ৫ঃ	**২৩-২৪**
সুপারিশমালা	২৩
উপসংহার	২৪

অধ্যায় ১

পটভূমি

ভূমিকাঃ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান নিয়ামক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষক শ্রেণীর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে বিগত চার দশকে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিগত কয়েক বছরে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ সময়মত যোগানের কারণে কৃষি খাত বিগত দশ বছরে গড়ে ৪.০ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং জিডিপিতে প্রায় ২০.০ শতাংশ অবদান রাখছে। বর্তমানে কৃষি খাত প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন সমপরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে; অন্যদিকে দেশের মোট শ্রম শক্তির ৪৩ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের সামগ্রিক অবদান বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ যথা- কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ও রূপালী ব্যাংক লিঃ কৃষি ঋণ বিতরণে নিয়োজিত রয়েছে। সরকারি ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকগুলো সরাসরি অথবা এনজিওগুলোর সাথে লিংকেজ প্রোগ্রামের আওতায় কৃষিঋণ বিতরণ করছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে মোট ঋণ ও আগামের নূন্যতম ২.৫ শতাংশ কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ আবশ্যিক করা হয়েছে। কৃষিখাতের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের ১৬(১০) ধারাবলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কৃষিখাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ মোট ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪,৬৬৭.৪৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৩.৮০%) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে। দেশের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান্নোয়নে এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে প্রদত্ত এ কৃষি ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তা পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কৃষি ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাইয়ের জন্য একটি বিশদ সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য গবেষণা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করলে উক্ত নির্দেশনার আলোকে "বাংলাদেশের কৃষি ঋণের ব্যবহার এবং প্রভাব নির্ধারণ" শীর্ষক সমীক্ষার প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য

কৃষি ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিকভাবে ঋণ গ্রহীতাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে নমুনা জরিপের মাধ্যমে অন্তঃগভীর ও বস্তুনিষ্ঠ একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করাই এ সমীক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য। সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

ক. কৃষি ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখা;

খ. কৃষি ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টি অনুসন্ধান করা;

গ. কৃষি ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি যাচাই করা;

ঘ. কৃষি ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের স্বাস্থ্য ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টি পরীক্ষা করা; এবং

ঙ. কৃষি ঋণের সদ্ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চতকরণের লক্ষ্যে কৃষি ঋণের সুষ্ঠু বিতরণের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে সুপারিশমালা পেশ করা।

১.৩ সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি

কৃষি ঋণ গ্রহণের ফলে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি সরজমিনে অবহিত হতে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে দেশের ৭টি বিভাগের ৩৩ জেলায় ১০টি ব্যাংকের মোট ৬০টি শাখার গ্রাহকদের মধ্য থেকে সর্বমোট ২০০০ জন ঋণ-গ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়; এছাড়া, বর্ণিত প্রশ্নমালার আলোকে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার ও ফলাফল যাচাইকরণের পাশাপাশি কৃষিঋণ প্রদানকারী শাখাসমূহ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তা ব্যাংক শাখা প্রধানের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে যাচাই করা হয়েছে।

১.৪ সমীক্ষা দল

আলোচ্য সমীক্ষাটি পরিচালনা করার জন্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা বিভাগের নিম্নোক্ত ৮ (আট) জন, মানিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এর ১ জন এবং কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভূক্তি বিভাগের ১ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে মোট ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমীক্ষা দল গঠন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে নমুনা জরিপ পরিচালনার জন্য সমীক্ষা দলের কর্মকর্তাদের নিয়ে ২টি জরিপ দল গঠন করা হয়।

অধ্যায় ২

কৃষিঋণের সাম্প্রতিক গতিধারা

২.১ কৃষি ঋণের সাম্প্রতিক গতিধারা

বাংলাদেশের কৃষিখাত জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিকপর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষি ঋণ বিতরণের সহজতর পদ্ধতি এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে অর্থবছর ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য যুগোপযোগী কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১১,৫১২.৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,১১৬.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক এবং বিআরডিবি'র মাধ্যমে মোট ১২,৬১৭.৪০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,১৮৪.৩৪ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭%) বিতরণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ মোট ১৩,৮০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩,১৩২.১৫ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৫.১৬%) বিতরণ করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ মোট ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪,৬৬৭.৪৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৩.৮০%) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বিগত নীতিমালার মূল দিকগুলো বিদ্যমান রেখে কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে; এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান, কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান, উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ নীতিমালা কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি কৃষকদের অনুকূলে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বীজ উৎপাদনের জন্য পৃথক ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করে একটি সার্কুলার জারী করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট **১৫৫৫০.০০** কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং মোট

১৫৯৭৮.৪৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৩৬ ভাগ কম। এছাড়া বিআরডিবি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে ৪০৮.৮২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহ মোট ১১,১২৯.৪৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ আদায় করেছে, যা মোট আদায়যোগ্য ঋণ ১৯৫৬৩.৫৮ কোটি টাকার ৫৬.৮৯ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহ মোট আদায়যোগ্য কৃষি ও পল্লী ঋণের ৭৩.৪৮ শতাংশ আদায় করেছিল।

অর্থবছর ২০০১-০২ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লিখিত সময়কালে সার্বিকভাবে দেশের কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে দেশের কৃষি খাতে সর্বমোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯৫৪.৯১ কোটি টাকা ও ৩২৫৯.৬৬ কোটি টাকা যার পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫৯৭৮.৪৬ কোটি টাকা ও ১৫৪০৬.৯৬ কোটি টাকা। এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত সময়কালে কৃষি খাতে মোট ঋণ বিতরণ প্রায় ৫.৪১ গুণ এবং ঋণ আদায় ৪.৭৩ গুণেরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি-১ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি-১ঃ বছরভিত্তিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া (ক্রমপুঞ্জিভূত)
২০০১-২০০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-২০০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-২০০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-২০০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-২০০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-২০০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-২০০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-২০০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-২০১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-২০১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-২০১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-২০১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-২০১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৮৩.৮২
২০১৪-২০১৫	**১৫৫৫০.০০**	**১৫৯৭৮.৪৬**	**১৫৪০৬.৯৬**	**৩২৯৩৬.৮০**

২.২ ব্যাংকভিত্তিক কৃষি ঋণের বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত মূলতঃ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করলেও ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে এসকল ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহের শতকরা অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে যেখানে কৃষি খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমুহের অবদান ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৩.০৪ ভাগ ও ৭৬.৯৬ ভাগ, তা হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যথাক্রমে শতকরা ১৬.১৪ ভাগ ও ৩৯.৬৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি-২)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ আবশ্যকীয়করণের ফলে সাম্প্রতিককালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শতকরা অংশ হ্রাস পেলেও সার্বিক অর্থে এ সকল ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনো কৃষি খাতে মোট ঋণ বিতরণে এ সকল ব্যাংকের অবদান শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ।

সারণি-২ ঃ ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক	বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	সর্বমোট বিতরণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+ - - +৫)
২০০৪-০৫	১১৪২.১৪ (২৩.০৪)	৩৮১৪.৬৪ (৭৬.৯৬)	-	-	৪৯৫৬.৭৮
২০০৫-০৬	১১৯২.৪৩ (২১.৭০)	৪৩০৩.৭৮ (৭৮.৩০)	-	-	৫৪৯৬.২১
২০০৬-০৭	১০২৭.৮ (১৯.৪২)	৪২৬৪.৭১ (৮০.৫৮)	-	-	৫২৯২.৫১
২০০৭-০৮	১৩৬৫.৫ (১৫.৯১)	৪৮০১.৪৮ (৫৫.৯৬)	২৪১৩.৬৮ (২৮.১৩)	-	৮৫৮০.৬৬
২০০৮-০৯	১৫৮৮.৮৯ (১৭.১১)	৫৪০২.৬৮ (৫৮.১৯)	২২৯২.৮৯ (২৪.৭০)	-	৯২৮৪.৪৬
২০০৯-১০	১৯৮১.৫৬ (১৭.৮২)	৬২৯৭.৫৩ (৫৬.৬৫)	২২৮৩.২৭ (২০.৫৪)	৫৫৪.৫৩ (৪.৯৯)	১১১১৬.৯
২০১০-১১	২২১৩.৭৩ (১৯.৩৬)	৬২৪৩.৯১ (৫৪.৬২)	২৪২৭.৭৪ (২১.২৪)	৫৪৬.৫৬ (৪.৭৮)	১১৪৩১.৯
২০১১-১২	২৪৩৩.৪৭ (১৮.৫৩)	৫৮৮৩.৮১ (৪৪.৮০)	৪৩৩৩.৩১ (৩৩.০০)	৪৮১.৫৬ (৩.৬৭)	১৩১৩২.২
২০১২-১৩	২৩৯৯.১৯ (১৬.৩৬)	৫৯১৯.৬১ (৪০.৩৬)	৫৭৭৭.৯২ (৩৯.৩৯)	৫৭০.৭৭ (৩.৮৯)	১৪৬৬৭.৫
২০১৩-১৪	**২৪৯২.৫৯ (১৫.৫৪)**	**৬৮৫৬.৬২ (৪২.৭৬)**	**৬০৯৪.৫৯ (৩৮.০০)**	**৫৯৩.০১ (৩.৭০)**	**১৬০৩৬.৮**
২০১৪-১৫*	**২৫৭৯.০৯ (১৬.১৪)**	**৬৩৩৯.০১ (৩৯.৬৭)**	**৬৫৮৪.৩৫ (৪১.২১)**	**৪৭৬.০১ (২.৯৮)**	**১৫৯৭৮.৪৬**

উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের মধ্যে শতকরা হার নির্দেশ করে।
*বেসিক ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্ভূক্ত

২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর সময়কালে তফসিলি ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র সারণি-৩ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি-৩ ঃ ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক		রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক		বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক		বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক		সর্বমোট	সর্বমোট
	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়	বিতরণ	আদায়
২০০৪-০৫	১১৪২.১৪ (২৬.১৯)	৮৭৭.৫৮ (৮.৩৪)	৩৮১৪.৬৪ (২১.৩৫)	২২৯৩.৫৭ (-১.৬০)	-	-	-	-	৪৯৫৬.৮ (২২.৪৪)	৩১৭১.২ (১.১৪)
২০০৫-০৬	১১৯২.৪৩ (৪.৪০)	১১৫১.০২ (৩১.১৫)	৪৩০৩.৭৮ (১২.৮২)	৩০১৩.৩৩ (৩১.৩৮)	-	-	-	-	৫৪৯৬.২ (১০.৮৮)	৪১৬৪.৪ (৩১.৩২)
২০০৬-০৭	১০২৭.৮০ (-১৩.৮১)	১২৪৪.৯৬ (৮.১৬)	৪২৬৪.৭১ (-০.৯১)	৩৪৩১.০৪ (১৩.৮৬)	-	-	-	-	৫২৯২.৫ (-৩.৭১)	৪৬৭৬.০ (১২.২৯)
২০০৭-০৮	১৩৬৫.৫০ (৩২.৮৬)	১৫০৯.৩০ (২১.২৩)	৪৮০১.৪৮ (১২.৫৯)	২৮৬৫.৩০ (১৬.৪৯)	২৪১৩.৬৮	১৬২৯.১	-	-	৮৫৮০.৭ (৬২.১২)	৬০০৩.৭ (২৮.৩৯)
২০০৮-০৯	১৫৮৮.৮৯ (১৬.৩৬)	১৪৭৯.২৬ (-১.৯৯)	৫৪০২.৬৮ (১২.৫২)	৫১৬২.১৪ (৮০.১৬)	২২৯২.৮৯ (-৫.০০)	১৭৩৬.২২ (৬.৫৭)	-	-	৯২৮৪.৫ (৮.২০)	৮৩৭৭.৬ (৩৯.৫৪)
২০০৯-১০	১৯৮১.৫৬ (২৪.৭১)	১৫৩১.১৭ (৩.৫১)	৬২৯৭.৫৩ (১৬.৫৬)	৬১২০.০৯ (১৮.৫৬)	২২৮৩.২৭ (-০.৪২)	১৯৮৫.৪৭ (১৪.৩৬)	৫৫৪.৫৩	৪৭৬.০২	১১১১৬.৯ (১৯.৭৪)	১০১১২.৮ (২০.৭১)
২০১০-১১	২২১৩.৭৩ (১৯.৩৬)	২০১১.১১ (১৭.৫৬)	৬২৪৩.৯১ (৫৪.৬২)	৬২০৯.৪ (৫৪.২৩)	২৪২৭.৭৪ (২১.২৪)	২১৮৯.৩ (১৯.১২)	৫৪৬.৫৬ (৪.৭৮)	১০৪০.৩ (৯.০৯)	১১৪৩১.৯	১১৪৫০.১
২০১১-১২	২৪৩৩.৪৭ (১৮.৫৩)	২১৭১.২৫ (১৭.৫৭)	৫৮৮৩.৮১ (৪৪.৮০)	৬৩৮৭.৬ (৫১.৬৮)	৪৩৩৩.৩১ (৩৩.০০)	৩২৮৫ (২৬.৫৮)	৪৮১.৫৬ (৩.৬৭)	৫১৫.৪ (৪.১৭)	১৩১৩২.২	১২৩৫৯.৩
২০১২-১৩	২৩৯৯.১৯ (১৬.৩৬)	২১৬১.৮২ (১৫.০৫)	৫৯১৯.৬১ (৪০.৩৬)	৮১১৪.৮ (৫৬.৫০)	৫৭৭৭.৯২ (৩৯.৩৯)	৩৫৮৮.৭ (২৪.৯৯)	৫৭০.৭৭ (৩.৮৯)	৪৯৬.৯৬ (৩.৪৬)	১৪৬৬৭.৫	১৪৩৬২.৩
২০১৩-১৪	২৪৯২.৫৯ (১৫.৫৪)	২৩৮০.৭৪ (১৩.৯৭)	৬৮৫৬.৬২ (৪২.৭৬)	৮২৬১.৫১ (৪৮.৪৭)	৬০৯৪.৫৯ (৩৮.০০)	৫৯৪০.৫৫ (৩৪.৮৫)	৫৯৩.০১ (৩.৭০)	৪৬৩.২২ (২.৭২)	১৬০৩৬.৮	১৭০৪৬.০
২০১৪-১৫*	**২৫৭৯.০৯ (১৬.১৪)**	**২৫৩০.২৬ (১৬.৪২)**	**৬৩৩৯.০১ (৩৯.৬৭)**	**৬৬৮২.৮২ (৪৩.৩৮)**	**৬৫৮৪.৩৫ (৪১.২১)**	**৫৪৮৭.২৬ (৩৫৬২)**	**৪৭৬.০১ (২.৯৮)**	**৭০৬.৬২ (৪.৫৯)**	**১৫৯৭৮.৫**	**১৫৪০৭.০**

উৎসঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশ করে।
*বেসিক ব্যাংক রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্ভূক্ত।

২.৩ কৃষিখাতে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং শ্রেণীকৃত ঋণের পরিস্থিতি

দেশীয় বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত ঋণের হারও খুবই নগণ্য এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির একটি বৃহৎ অংশ মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত হলেও তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির শতকরা ৩৫.৫৬ ভাগই ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে শতকরা ২০.৪৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে ৩০ জুন ২০১৫ শেষে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা ১.৩৯ ভাগ। সার্বিকভাবে দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষিখাতে প্রদত্ত মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ/শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০০৭-০৮ অর্থবছর শেষের শতকরা ৩৫.৮২ ভাগ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে শতকরা ২০.৪৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে ।

সারণি-৪ ঃ বিতরণকৃত কৃষি ঋণের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ, শ্রেণীকৃত এবং মোট বিতরণের মধ্যে কৃষি ঋণের শতকরা অংশ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	মোট বিতরণ	মোট আদায়	মোট স্থিতি	মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	মোট স্থিতির তুলনায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের হার	মোট শ্রেণীকৃত ঋণ	মোট স্থিতির তুলনায় শ্রেণীকৃত ঋণের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৭-০৮	৭৩৬০.৫২	৭৫৮৯.৯৭	৪৩৬১.৬১	১৪০৭৪.১২	৫০৪০.৯৮	৩৫.৮২	৫০০৪.৯২	৩৫.৫৬
২০০৮-০৯	৭৯৫০.৫৯	৮৬৬২.২৫	৪৮৮২.৭৯	১৫৪৯৪.৮৭	৫১৪০.৭১	৩৩.১৮	৫০৭৬.৬১	৩২.৭৬
২০০৯-১০	১০৬৬২.৩১	১০৪১৩.৪৯	৯৩৩৯.৮১	২১৩৪১.৭৫	৫২৫৭.৮৩	২৪.৬৪	৫৪৮২.৭৮	২৫.৬৯
২০১০-১১	১২৬১৭.৪০	১১৪৩১.৯৪	১১৪৫০.০৮	২৪৩৬৬.৫৬	৫৬৫০.৫৪	২৩.১৯	৪৭০৯.৮২	১৯.৩৩
২০১১-১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭	৬০৫২.১২	২৩.৩০	৪৮১৬.২৪	১৮.৫৪
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৭	৫২০৯.২৫	১৬.৭৭	৩৯৭৭.০৮	১২.৮১
২০১৩-১৪	১৪৫৯৪.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৮৩.৮২	৭৬১১.৬৯	২১.৯৮	৬৩০৮.৯৫	১৮.২২
২০১৪-১৫	**১৫৫৫০.০০**	**১৫৯৭৮.৪৬**	**১৫৪০৬.৯৬**	**৩২৯৩৬.৮০**	**৬৭২৯.১৬**	**২০.৪৩**	**৪৯১৭.৭৮**	**১৪.৯৩**

নোট ঃ মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে বিআরডিবি কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তথ্যসমূহ তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে গৃহীত।

২.৪ তফসিলি ব্যাংকসমূহের বেসরকারি খাতে মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষি ঋণ স্থিতি

অর্থবছর ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহের বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতি ও প্রদত্ত মোট কৃষি ঋণ স্থিতির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণ স্থিতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০০৫ তারিখে মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে কৃষিখাতে প্রদত্ত ঋণের অংশ ছিল শতকরা ১২.৫৩ ভাগ যা হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৫ শেষে শতকরা ৫.৭৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি-৬)।

সারণি-৫ঃ মোট ঋণ স্থিতির মধ্যে কৃষি ঋণ স্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি	মোট কৃষি ঋণের স্থিতি	বেসরকারি খাতে ঋণের মধ্যে কৃষি ঋণ স্থিতির অংশ (%)
৩০-০৬-০৫	১১২০১৫.৫	১৪০৪০	১২.৫৩
৩০-০৬-০৬	১৩২৩১৭.৫	১৫৩৭৬	১১.৬২
৩০-০৬-০৭	১৫২১৭৭.১	১৪৫৮২	৯.৫৮
৩০-০৬-০৮	১৯০১৩৫.৭	১৭৮২২	৯.৩৭
৩০-০৬-০৯	২১৭৯২৭.৫	১৯৫৯৮	৮.৯৯
৩০-০৬-১০	২৭০৭৬০.৮	২২৫৪৪	৮.৩৩
৩০-০৬-১১	৩৪০৭১২.৭	২৫৪৯২	৭.৪৮
৩০-০৬-১২	৪০৭৯০১.৬	২৫৯৭৫	৬.৩৭
৩০-০৬-১৩	৪৫২১৫৭.২	৩১০৫৮	৬.৮৭
৩০-০৬-১৪	৫০৭৬৩৯.৯	৩৪৬৮৪	৬.৮৩
৩০-০৬-১৫	**৫৭৪৫৯৯.৩**	**৩২৯৩৭**	**৫.৭৩**

উৎসঃ ইকোনমিক ট্রেন্ডস, পরিসংখ্যান বিভাগ ও বার্ষিক রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অধ্যায় ৩

মাঠ জরিপ কার্যক্রম

৩.১ মাঠ পর্যায়ের জরিপ কার্যক্রমের বর্ণনাঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমান গবেষণা কর্মটিতে কৃষি ঋণ গ্রহণের ফলে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি সরেজমিনে অবহিত হতে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার আলোকে দেশের ৭টি বিভাগের ৩৩ জেলার ১০টি ব্যাংকের ৬০টি শাখার সর্বমোট ২০০০ ঋণ-গ্রহীতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। আলোচ্য অধ্যায়টিতে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ, জমির মালিকানা, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, ঋণ ব্যবহারের খাতসমূহ, জীবনযাত্রার মান্নোয়ন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলঃ

ক. কৃষিঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বয়সঃ

জরিপভুক্ত সমগ্র উত্তরদাতার বয়স কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিন-পঞ্চমাংশেরও (৬১.৪%) বেশি উত্তরদাতার বয়স ৪০ থেকে ৫৯ বৎসরের মধ্যে। প্রায় ৩০.২ শতাংশ উত্তরদাতার বয়স ২০ থেকে ৩৯ বৎসরের মধ্যে এবং মাত্র ৭.৬ শতাংশের বয়স ৬০ বৎসরের উপরে (চিত্রঃ ৩.১)।

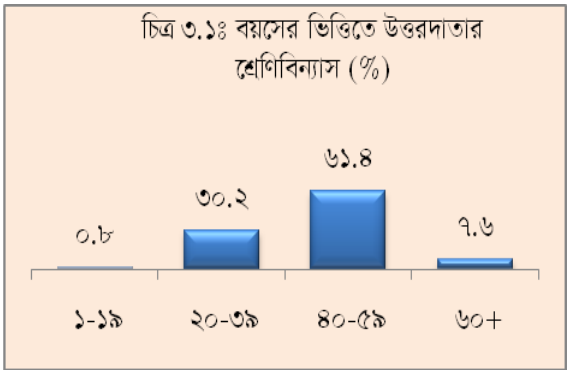

লিঙ্গঃ

জরিপভুক্ত মোট উত্তর দাতার বেশিরভাগই পুরুষ। যার শতকরা হার ৮৪.১১। অন্যদিকে মাত্র ১৫.৮৯ শতাংশ মহিলা উত্তরদাতাদের এই জরিপে অর্ন্তভুক্ত করা হয় (চিত্র ৩.২)। এখানে উল্লেখ্য, অধিকাংশ নারী কৃষি ঋণ-গ্রহীতার ঋণের টাকা তার স্বামী বা ছেলে ব্যবহার করে। ফলশ্রুতিতে নারী কৃষকের জীবনযাত্রার মান্নোয়নে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছেনা।

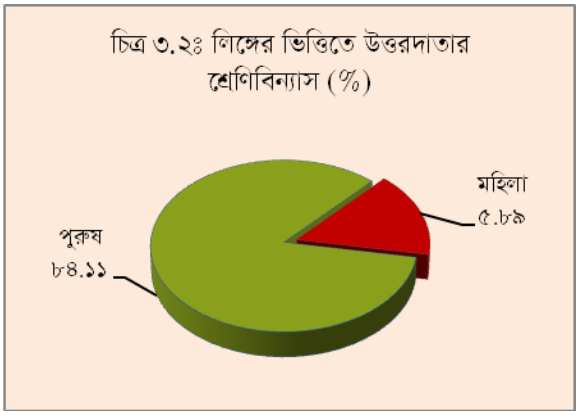

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতার (৪২.৪২%) প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে। ৩০.৭৭ শতাংশ উত্তরদাতার মাধ্যমিক ও ১১.৬৭ শতাংশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে। মাত্র ১.৮ শতাংশ উত্তরদাতার স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। কৃষি খাতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

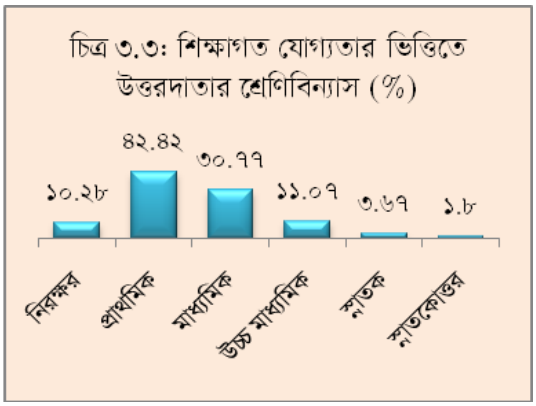

পেশাঃ

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার অধিকাংশই (৯১.৮৮%) কৃষিকাজের সাথে জড়িত। এছাড়াও চাকুরি (৫.৩৯%), ব্যবসায় (২.১৬%) এবং অন্যান্য পেশার (.৫৮%) সাথে জড়িত কিছু উত্তরদাতাও রয়েছেন (চিত্র ৩.৪)।

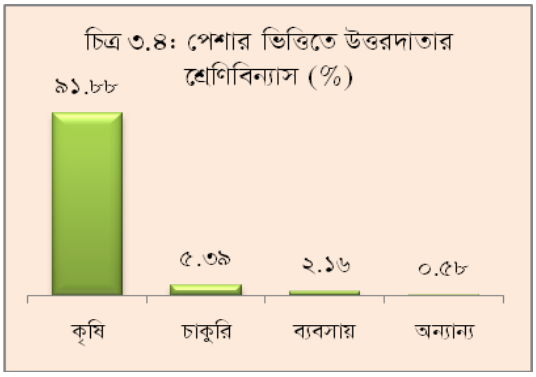

পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার দুই-পঞ্চমাংশেরও অধিক (৪১.৭%) উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ থেকে ৪ জনের মধ্যে। এক তৃতীয়াংশের অধিক (৩৪%) উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ থেকে ৬ জনের মধ্যে এবং ২৪.৩ শতাংশের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জনেরও বেশি (চিত্র ৩.৫)। উল্লেখ্য, যৌথ পরিবারে ৬ জনের অধিক সদস্য

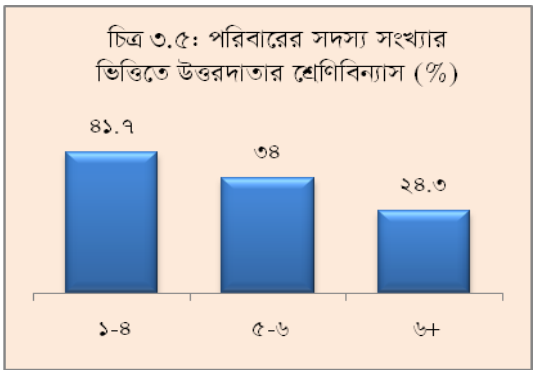

খ. ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণঃ

ঋণ গ্রহীতা উত্তরদাতার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.৪%) প্রকৃত কৃষক। এক তৃতীয়াংশ (৩৩%) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। মাত্র ৭.৪ শতাংশ বর্গাচাষি ও ১.৬ শতাংশ পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নিযুক্ত (চিত্র ৩.৬)। কৃষি খাতের বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করা বাঞ্চণীয়।

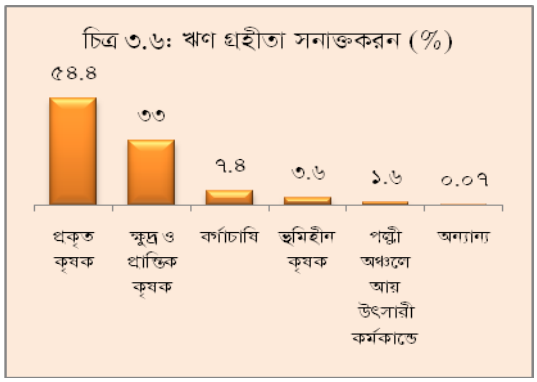

গ. নতুন ঋণ গ্রহীতা কিনা?

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশই (২৪.৭%) নতুন ঋণ গ্রহীতা। অধিক সংখ্যক (৭৪.২%) পুরাতন ঋণ গ্রহীতা এবং ১.১ শতাংশ উল্লেখ করেনি যে তারা নতুন না পুরাতন ঋণ গ্রহীতা (চিত্র ৩.৭)।

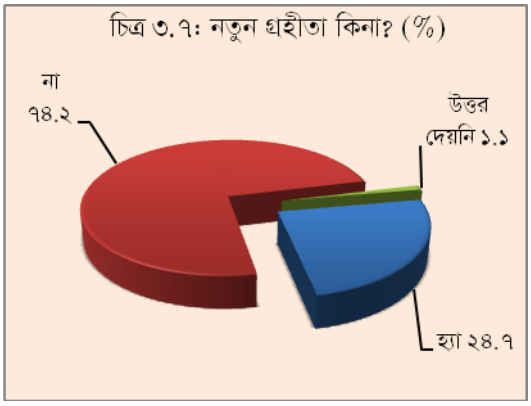

ঘ. ঋণ গ্রহীতা খানা প্রধান কিনা?

মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৬.৪৩%) খানা প্রধান এবং ৩৬.১৭ শতাংশ উত্তরদাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.৮)।

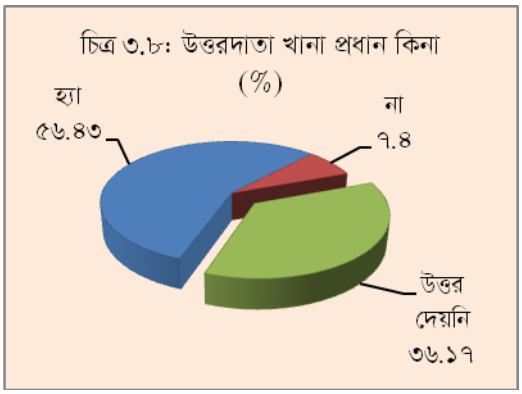

ঙ. কৃষিই আয়ের মূল উৎস কিনা?

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার একটি বিশাল অংশ (৮৬.৮%) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মূল আয়ের উৎস হল কৃষিকাজ। অপর পক্ষে, ৬.১ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের মূল আয়ের উৎস হিসেবে অন্যান্য পেশার নাম উল্লেখ করেছেন। ৭.১ শতাংশ উত্তরদাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.৯)।

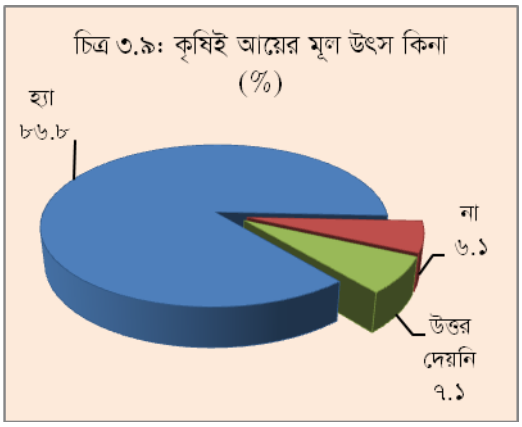

৩.৩ অবকাঠামোঃ

ক. আপনার জমিটি কি নিজস্ব?

জরিপভুক্ত মোট উত্তর দাতার অধিকাংশই (৭১.১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা নিজস্ব জমির মালিক। পক্ষান্তরে, ১০.৭৮ শতাংশ উত্তরদাতার নিজস্ব কোন জমি নেই, ১৪.৭৪ শতাংশ বর্গাচাষী এবং মাত্র ৩.৩৮ শতাংশ লিজ নিয়ে জমি চাষ করে (চিত্র ৩.১০)।

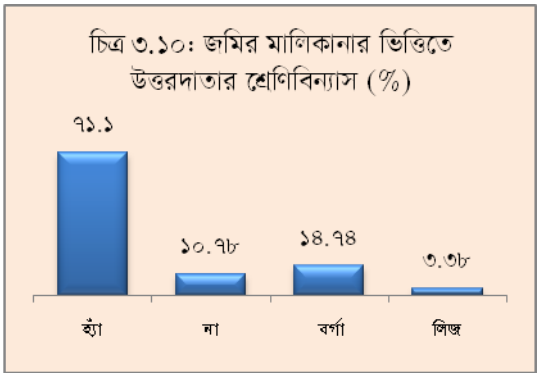

খ. জমির ধরনঃ

সারণি ৩.১ঃ জমির ধরনের ভিত্তিতে উত্তর দাতার শ্রেণিবিন্যাস

জমির ধরণ	শতকরা হার (%)
কৃষি	৯৯.৫৭
অকৃষি	০.৪৩
উত্তর দেয়নি	০
মোট	১০০.০০

জমির ধরনের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, প্রায় সব উত্তরদাতারই (৯৯.৫৭%) কৃষি জমি রয়েছে। অপরপক্ষে, মাত্র .৪৩ শতাংশ অকৃষি জমির মালিক (সারণি ৩.১)।

গ. জমির উৎপাদনশীলতাঃ

জমির উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জমিই (৭৮.৭২%) শ্রমঘন। পক্ষান্তরে মাত্র ২১.২৮ শতাংশ জমি মূলধনঘন (চিত্র ৩.১১)।

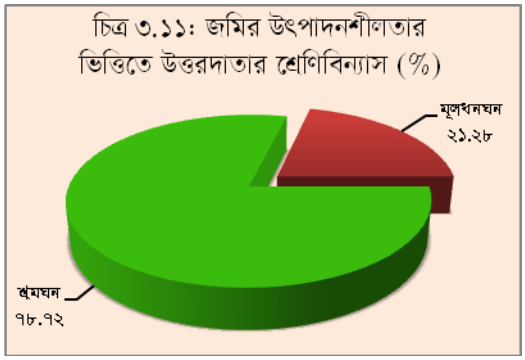

ঘ. জমির উৎপাদন পদ্ধতিঃ

জমির উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ (৫৭.৫১ শতাংশ) আংশিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। অপরপক্ষে, ২১.৪২ শতাংশ যান্ত্রিক এবং প্রায় একই অংশ ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণ করে (চিত্র ৩.১২)।

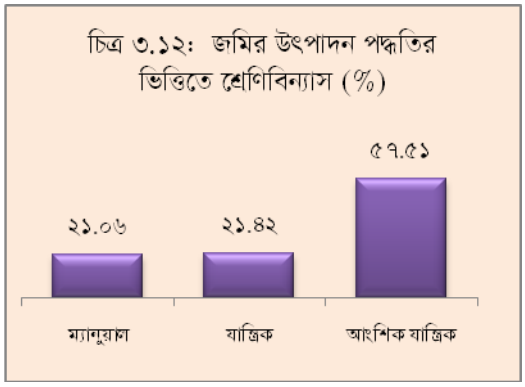

ঙ. কৃষকের জীবনযাত্রার মানঃ

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮৩ ভাগ জনগোষ্ঠী বিশুদ্ধ পানিয় জল ও স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত। সে প্রেক্ষিতে জরিপ দল জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে কৃষকের জীবনযাত্রার মান পর্যবেক্ষণ করে। জরিপভুক্ত মোট উত্তর দাতার মধ্যে ৪২.০৬ শতাংশ উত্তর দাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জীবন যাত্রার মান 'ভাল'। অপরপক্ষে, প্রায় একই অংশ (৪১.৮৪ শতাংশ) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জীবনযাত্রার মান 'মোটামুটি'। মাত্র ৫.৩৯ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই ভাল। ২.৩ শতাংশ উল্লেখ করেছেন তাদের জীবনযাত্রা নিম্ন মানের এবং ৮.৪১ শতাংশ কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.১৩)।

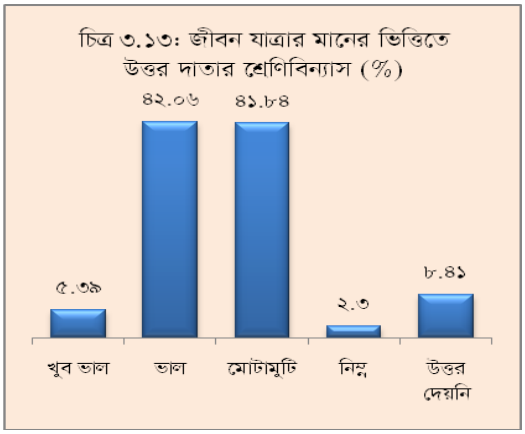

৩.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক. কৃষি ঋণের জন্য আবেদনপত্র সহজবোধ্য হয়েছে কিনা?

মোট উত্তর দাতার একটি বৃহৎ অংশ (৭৮.৭%) উল্লেখ করেছেন যে, ঋণের জন্য আবেদন ফরম তাদের জন্য সহজবোধ্য ছিল। অপরপক্ষে, ১৩.১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, আবেদন ফরম সহজবোধ্য ছিলনা। ৮.১ শতাংশ উত্তর দাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.১৪)।

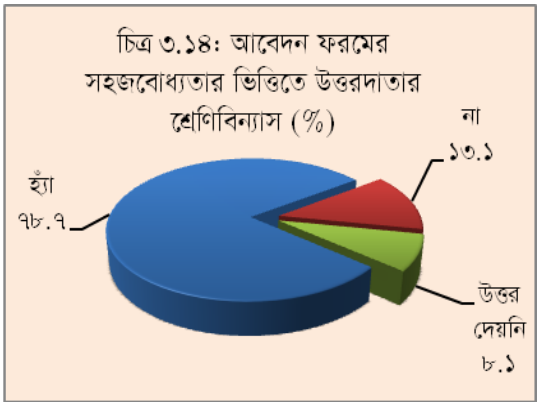

খ. এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তারা কোন সহযোগিতা করেছেন কিনা?

মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৬০.৬%) উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণের আবেদনের সময় ব্যাংক কর্মকর্তাগণ তাদেরকে সহায়তা করেননি। এক চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৪%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক কর্মকর্তাগণ তাদেরকে সহায়তা করেছেন। পক্ষান্তরে, ১২.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছেন (চিত্র ৩.১৫)।

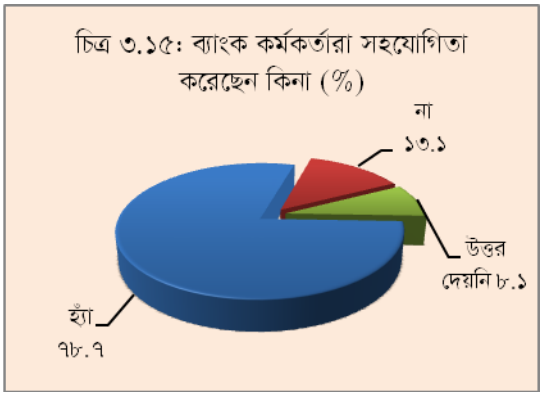

গ. আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোন ধরনের ফি/চার্জ প্রদান করেছেন কিনা?

জরিপভুক্ত মোট উত্তর দাতার একটি বৃহৎ অংশ (৭২.৫%) উল্লেখ করেছেন যে কৃষিঋণ পেতে ফি/চার্জ দিতে হয়েছে। মাত্র ১৩.৭ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের কোন ফি বা চার্জ প্রদান করতে হয়নি এবং প্রায় একই অংশ কোন উত্তর প্রদান করা থেকে বিরত থেকেছেন (চিত্র ৩.১৬)।

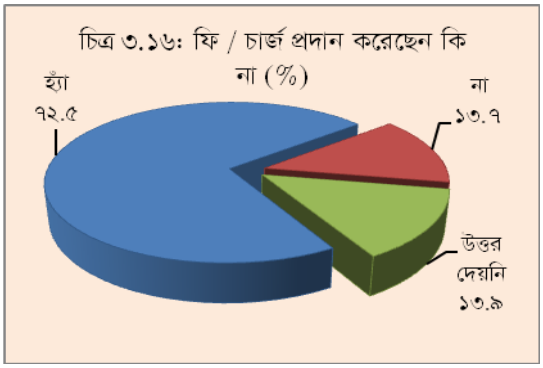

ঘ. কৃষিঋণ গ্রহণের ধরন?

মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৮০.৫%) এককভাবে কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন। মাত্র ৬.৪ শতাংশ দলীয়ভাবে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ১৩.১ শতাংশ উত্তরদাতা কোন উত্তর দেননি (চিত্র ৩.১৭)।

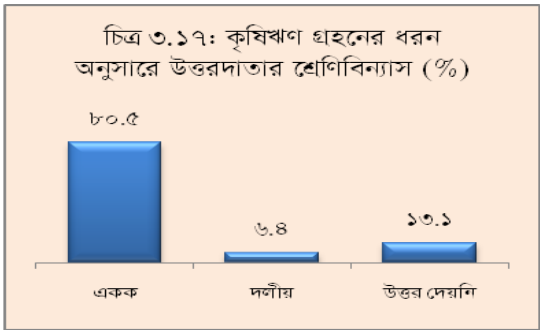

ঙ. কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন?

সারণি ৩.২ঃ ঋণ গ্রহণের টাকার পরিমাণের ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

টাকার পরিমাণ	শতকরা হার (%)
১ (০-৫০,০০০)	৬৯.৩০
২ (৫১,০০০-১০০০০০)	১৫.১০
৩ (১০০০০০+)	৭.১৯
উত্তর দেয়নি	৮.৪১
মোট	১০০.০০

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার ৬৯.৩০ শতাংশ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন। ১৫.১০ শতাংশ উত্তর দাতা ৫১,০০০ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা এবং মাত্র ৭.৪১ শতাংশ ১০০০০০ টাকার উপরে কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন (সারণি ৩.২)।

চ. কতবার ঋণ গ্রহণ করেছেন?

সারণি ৩.৩ঃ ঋণ গ্রহণের সংখ্যা/বার-এর ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ঋণ গ্রহণের সংখ্যা/বার	শতকরা হার (%)
১	১৯.১৯
২	১৯.৪৮
৩	১৮.৪০
৪	৯.২০
৫+	২৪.৮
উত্তর দেয়নি	৮.৯১
মোট	১০০.০০

সারণি ৩.৩ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪.৮%) উত্তরদাতা ৫ (পাঁচ) বারের বেশী কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন। ১৯.৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা ২ (দুই) বার করে কৃষি ঋণ গ্রহণ করেছেন। ১৯.১৯ শতাংশ উত্তরদাতা ১ (এক) বার করে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৮.৯১ শতাংশ উত্তরদাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি।

ছ. সাথী ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা

মোট উত্তরদাতার ৬৩.৩ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা সাথী ফসল উৎপাদনে ঋণ পাচ্ছেন না। মাত্র ২৪.৩ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা সাথী ফসল উৎপাদনে ঋণ পাচ্ছেন। ১২.৪ শতাংশ উত্তরদাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.১৮)।

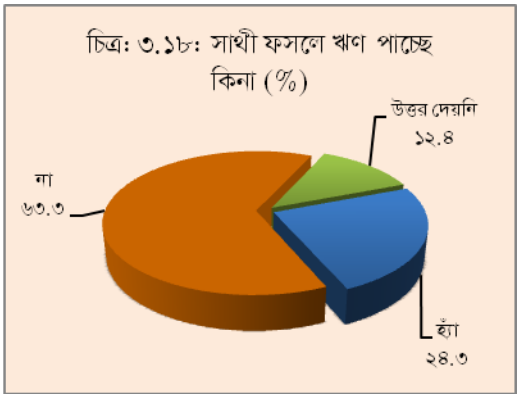

জ. ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে রেয়াতি সুদে ঋণ সুবিধা

সারণি ৩.৪ঃ রেয়াতি সুদে ঋণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

রেয়াতি সুদ হারে ঋণ পাচ্ছেন কিনা?	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৯.০৪
না	৭০.৯৬
মোট	১০০.০০

অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৭০.৯৬%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে রেয়াতি সুদ হারে ঋণ পাচ্ছেন না। মাত্র ২৯.০৪ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা রেয়াতি সুদ হারে ঋণ পাচ্ছেন। ঋণ গ্রহীতা এবং ব্যাংক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, ৪% সুদে মোট ঋণ বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৪০০০ টাকা বিধায় কৃষক এ ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয় না।

ঝ. ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট কিনা?

মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৮.৮৮%) উল্লেখ করেছেন যে, প্রদত্ত ঋণ তাদের জন্য পর্যাপ্ত। অপরপক্ষে, ৪১.১২ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, প্রদত্ত ঋণ পর্যাপ্ত নয় (চিত্র: ৩.১৯)।

চিত্র: ৩.১৯: প্রদত্ত ঋণ পর্যাপ্ত কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

৩.৫ উৎপাদিত কৃষিপণ্য/সেবাঃ

ক. কৃষি ভিত্তিক SME ক্লাস্টারগুলোতে আপনার কৃষিপণ্য সরবরাহ করেছেন কিনা?

সারণি ৩.৫ঃ SME ক্লাস্টারগুলোতে কৃষিপণ্য সরবরাহ করেছেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

কৃষিপণ্য সরবরাহ করেছেন কিনা?	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪.৮
না	৫৪.২
উত্তর দেয়নি	৪১.০
মোট	১০০.০

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশি (৫৪.২%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা SME ক্লাস্টারগুলোতে কৃষিপণ্য সরবরাহ করেন না। মাত্র ৪.৮ শতাংশ উত্তরদাতা SME ক্লাস্টারগুলোতে কৃষিপণ্য সরবরাহ করেন। অপরপক্ষে, ৪১ শতাংশ উত্তরদাতা কোন উত্তর প্রদান করেননি (সারণি ৩.৫)।

খ. বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখছে কিনা?

সারণি ৩.৬ঃ বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখছে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখছে কিনা?	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৮৫.১২
না	১৪.২৩
বাজারজাত করেনা	০.৬৫
উত্তর দেয়নি	০
মোট	১০০.০০

মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৮৫.১২%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। অপরপক্ষে, মাত্র ১৪.২৩ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখেন না। মাত্র ০.৬৫ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা কোন ধরনের বাজারজাত করেননা (সারণি ৩.৬)।

গ. ১০ টাকার এ্যাকাউন্ট আছে কিনা?

জরিপভুক্ত উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাদের ১০ টাকার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট আছে কিনা - এর উত্তরে তাদের একটি বড় অংশ (৭৯.৩৭%) উল্লেখ করেছেন যে তাদের ১০ টাকার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট আছে। অপরপক্ষে, মাত্র ২০.৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ১০ টাকার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নেই (চিত্র ৩.২০)। তবে উক্ত ব্যাংক এ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্যাপকহারে ব্যাংকিং কার্যক্রম হয়না।

চিত্র: ৩.২০ঃ ১০ টাকার একাউন্ট আছে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

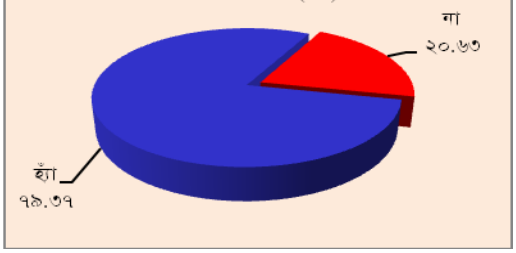

ঙ. নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন কিনা?

জরিপভুক্ত উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তারা নিয়মিত কৃষিঋণ পরিশোধ করে কিনা-এর উত্তরে ৪৭.৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তারা নিয়মিত কৃষিঋণ পরিশোধ করেন। অপরপক্ষে, এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি উত্তরদাতা নিয়মিত কৃষিঋণ পরিশোধ করেন কিনা তা উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.২১)।

চিত্র: ৩.২১ঃ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

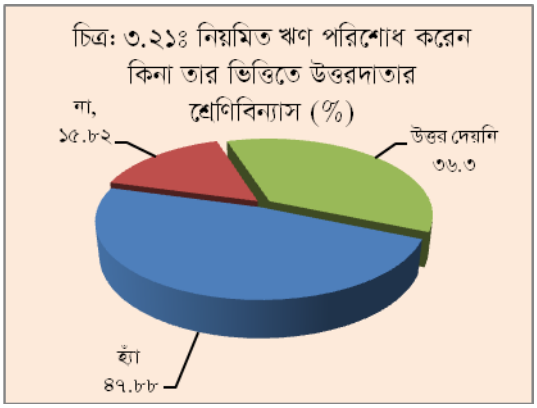

চ. কিভাবে কৃষি ঋণের তথ্য পেয়েছেন?

জরিপভুক্ত মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪.৫১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা নিজে ব্যাংকে গিয়ে কৃষিঋণ সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন। ২২.২১ শতাংশ উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক কর্মকর্তা নিজে এসে তাদেরকে কৃষিঋণের তথ্য দিয়েছেন। মাত্র ৫.৯ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা হাটের দিন কৃষি ক্যাম্প থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন। অপরপক্ষে, ৪২.২ শতাংশ উত্তরদাতা কোন কিছুই উল্লেখ করেননি (চিত্র ৩.২২)।

চিত্র: ৩.২২ঃ কৃষিঋণের তথ্য পাওয়ার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

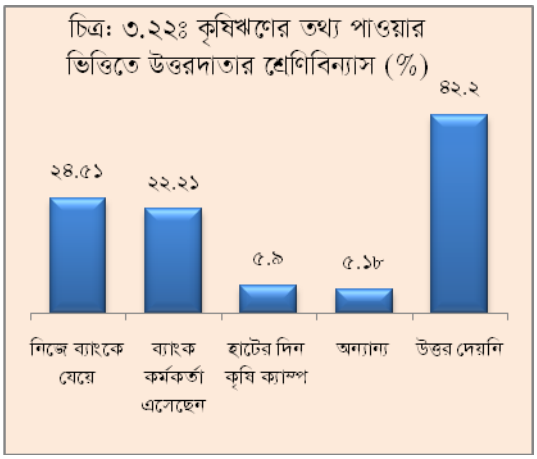

৩.৬ কৃষিঋণ ব্যবহারের খাতসমূহঃ

ক. ঋণ ব্যাংকের খাত অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?

মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৯২.৩১%) উল্লেখ করেছেন যে, তারা গৃহীত ঋণ ব্যাংকের খাত অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন (চিত্র ৩.২৩)।

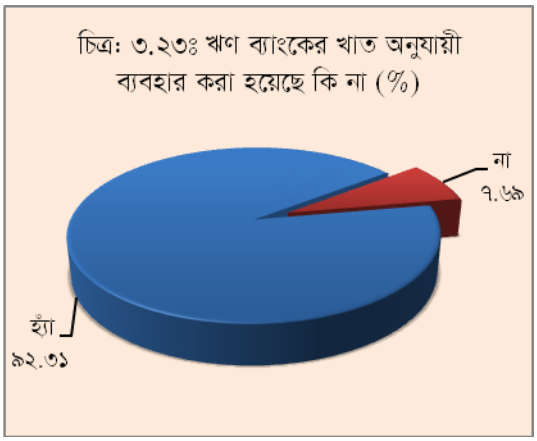

খ. কোন্ কোন্ খাতে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে?

সারণি ৩.৭ঃ ঋণ গ্রহণের খাত অনুযায়ী উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস

ঋণ গ্রহণের খাত	শতকরা হার (%)
শস্য	৬৬.১৪
সেচ যন্ত্রপাতি	৩.৫২
কৃষি যন্ত্রপাতি	১.০১
গবাদি পশুপালন	২.৭৩
মৎস্য	৭.১২
কস্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ	২.৮৮
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	১.৪৪
মসলা	৩.৩৮
অন্যান্য	১.৩৭
উত্তর দেয়নি	১০.৪২
মোট	১০০.০০

সারণি ৩.৭ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬৬.১৪%) শস্য আবাদের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৭.১২ শতাংশ উত্তরদাতা মৎস্য চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৩.৫২ শতাংশ উত্তরদাতা সেচ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৩.৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা মসলা চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ১০.৪২ শতাংশ উত্তরদাতা কোন উত্তর প্রদান করেননি (সারণি ৩.৭)।

৩.৭ কৃষিঋণ গ্রহীতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক. লাভজনক হয়েছে কিনা?

মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৯৬.১২%) উল্লেখ করেছেন যে, গৃহীত কৃষিঋণ তাদের জন্য লাভজনক হয়েছে (চিত্র ৩.২৪)। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ উত্তরদাতা সময়মত ঋণ পেয়েছেন বলে জানান। সে সুবাদে ঐ সকল কৃষকগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ক্রয় এবং সময়মত জমিতে সেসব প্রয়োগ করার ফলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয়েছে এবং তারা লাভবান হয়েছে।

চিত্র: ৩.২৪: কৃষিঋণ লাভজনক হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

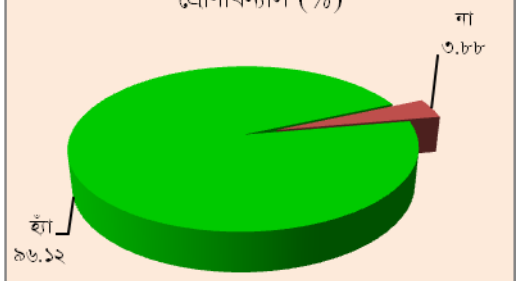

খ. কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কি-না?

মোট উত্তরদাতার প্রায় সবাই (৯৮.৬৩%) উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিঋণ পাওয়ার ফলে তাদের উৎপাদন কয়েকগুন বেড়েছে (চিত্র ৩.২৫)। জমিতে বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক সময়মত প্রয়োগ করতে পারায় ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

চিত্র: ৩.২৫: কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কি-না তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

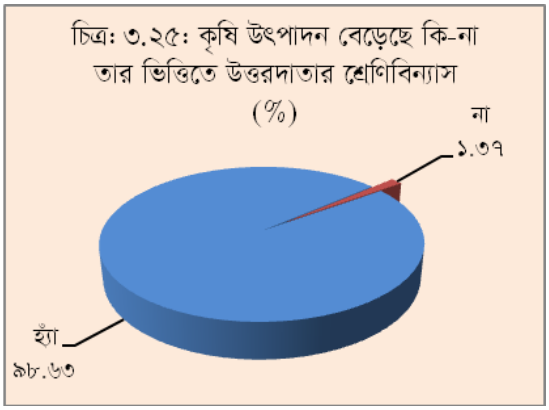

গ. কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে কি-না?

জরীপভুক্ত মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ (৯৫.৪৭%) উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিঋণ পাওয়ার কারণে তাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে (চিত্র ৩.২৬)। পূর্বে কৃষি প্রতিকূল ঋতুতে কৃষকদের হাতে কোন কাজ থাকত না বিধায় তাদেরকে অলস সময় পার করতে হতো কিন্তু কৃষিঋণ পাওয়ার ফলে এখন তারা সারা বছরই প্রায় বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করতে পারে ফলে তাদের কর্মসংস্থান আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: ৩.২৬: কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে কি-না তার ভিত্তিতে উত্তরদাতার শ্রেণিবিন্যাস (%)

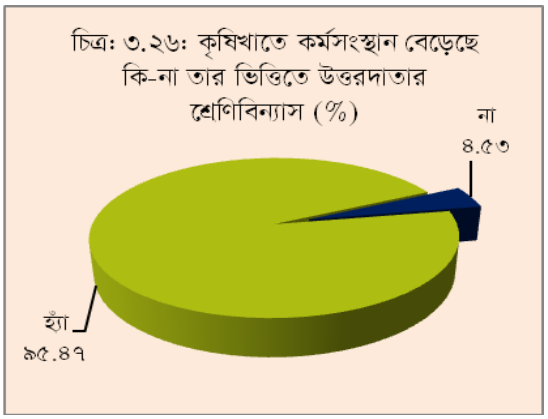

৩.৮ ফলাফল পর্যালোচনা ঃ

উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

- জরীপভুক্ত মোট উত্তরদাতার অধিকাংশেরই বয়স ৪০ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে।
- উত্তরদাতাদের প্রায় ৮৫ শতাংশই পুরুষ।
- অধিকাংশ উত্তরদাতাই প্রাথমিক অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন।
- প্রায় সব উত্তরদাতাই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। অর্ধেকেরও বেশী উত্তরদাতা প্রকৃত কৃষক অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের জমিতে চাষাবাদে নিযুক্ত।
- অধিকাংশ উত্তরদাতারই এক থেকে চারজন পর্যন্ত পরিবারের সদস্য সংখ্যা রয়েছে।
- জরীপভুক্ত অধিকসংখ্যক সদস্যই পুরনো ঋণ গ্রহীতা। প্রায় এক-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা ৫ (পাঁচ) বারের বেশী কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন।
- অর্ধেকেরও বেশী সদস্য নিজেরাই খানা প্রধান।
- মোট উত্তরদাতাদের একটি বিরাট অংশের আয়ের প্রধান উৎস হলো কৃষিকাজ। অধিকাংশ উত্তরদাতাই নিজস্ব কৃষিজমির মালিক এবং ওই সব জমির প্রায় সবটুকুই কৃষিজমি।
- বেশীরভাগ জমিই শ্রমঘন অর্থাৎ উৎপাদনশীল। অধিকাংশ জমিই আংশিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।
- অধিকাংশ উত্তরদাতাই তাদের বর্তমান জীবনযাত্রাকে 'ভাল' ও 'মোটামুটি' বলে অভিহিত করেছেন।
- বেশীরভাগ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, ঋণের জন্য আবেদন ফরম তাদের জন্য সহজবোধ্য ছিল।
- মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণের আবেদনের সময় ব্যাংক কর্মকর্তারা তাদেরকে যথাযথ সহায়তা করেন নি। অধিকাংশ উত্তরদাতাই উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিঋণ পেতে ফি/চার্জ দিতে হয়েছে।
- মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ এককভাবে কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন।
- জরীপভুক্ত মোট উত্তরদাতার একতৃতীয়াংশ-এর বেশী ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা সাথী ফসল উৎপাদনে ঋণ পাচ্ছেন না।
- বেশীরভাগ উত্তরদাতাই উল্লেখ করেছেন যে, তারা ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে রেয়াতি সুদ হারে ঋণ পাচ্ছেন না।
- মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশী উল্লেখ করেছেন যে, প্রদত্ত ঋণ তাদের জন্য পর্যাপ্ত।

- জরীপভুক্ত মোট উত্তরদাতার অর্ধেকেরও বেশী উল্লেখ করেছেন যে, তারা SME ক্লাস্টারগুলোতে কৃষিপণ্য সরবরাহ করেন না। মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ উল্লেখ করেছেন যে, তারা বাজারজাতকরণে সরাসরি ভূমিকা রাখে।
- মোট উত্তরদাতার একটি বড় অংশ উল্লেখ করেছেন যে তাদের ১০ টাকার ব্যাংক এ্যকাউন্ট আছে।
- দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশী উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে তারা নিয়মিত কৃষিঋণ পরিশোধ করেন।
- প্রায় এক-চতুর্থাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে, তারা নিজে ব্যাংকে গিয়ে কৃষিঋণ সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন।
- অধিকাংশ উত্তরদাতা শস্য আবাদের জন্য ঋণ গ্রহন করেছেন।
- মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ উল্লেখ করেছেন যে, গৃহীত কৃষিঋণ তাদের জন্য লাভজনক হয়েছে।
- প্রায় সব উত্তরদাতাই উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিঋণ পাওয়ার ফলে তাদের উৎপাদন কয়েকগুন বেড়েছে।
- মোট উত্তরদাতার একটি বৃহৎ অংশ উল্লেখ করেছেন যে, কৃষিঋণ পাওয়ার কারনে তাদের কর্মসংস্থান বেড়েছে।
- কৃষি ঋণ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৩.৯ কৃষি ঋণ ব্যবহারকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঃ

জরীপের সরাসরি পারিসংখ্যিক ফলাফল এবং জরীপ পরিচালনাকারী গবেষকগণের কৃষকদের সংগে নানা বিষয়ে মত বিনিময়ের সূত্রে লব্ধ ধারণা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কৃষি ঋণ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষকদের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কৃষি ঋণ নেয়ার ফলে অধিকাংশ কৃষকের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ছে, অনেকের ছেলেমেয়েরা চাকরি করছে, বাসস্থানের উন্নতি হয়েছে, অসুস্থ হলে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে, মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে যাচাই করতে পারছে। অধিকাংশ কৃষক ঋণের সুফল পাওয়ায় তারা নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ নিচ্ছে।

অধ্যায় ৪

কৃষিঋণ বিতরণ ও আদায়ের সমস্যাবলী

৪.১ কৃষি ঋণ বিতরণের অসুবিধাসমূহঃ

- তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর লোকবল অভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সকল কৃষকদের প্রকৃত অর্থেই কৃষি ঋণ প্রয়োজন তাদের সনাক্ত করে ঋণ বিতরণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রকৃত কৃষকদের খুঁজে বের করা ব্যাংক কর্মকর্তাদের নিয়মিত কাজের অতিরিক্ত হিসেবে করতে হয় বলে তা অনেক সময় সাপেক্ষ কাজ। এছাড়াও, কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে জমির পরিমাণ, জমির কাগজপত্র ইত্যাদি তদারকি করার কাজে ব্যয়িত অর্থ ব্যাংক কর্মকর্তার নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয়, অধিকাংশ ব্যাংক সে ব্যয়ভার বহন করে না।
- অনেক কৃষক ব্যাংকের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নয় বলে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ছবি ইত্যাদি ব্যাংকে জমা দিতে দেরি করায় অনেকের ঋণ পেতে সময় বেশি লাগে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় শুধুমাত্র পরিচয়পত্র থাকলেই একজন বর্গাচাষী ঋণ পাবার যোগ্য হবেন কিন্তু বাস্তবতা হলো, বর্গাচাষীরা প্রয়োজনীয় দলিলাদি না থাকায় শুধুমাত্র পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঋণ পাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল কৃষকের কৃষি ঋণ প্রয়োজন অর্থাৎ, যে সকল কৃষক ভূমিহীন/বর্গাচাষী/জমির পরিমাণ খুবই সীমিত তাদের অনেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের সুবিধা পাচ্ছে না। বিশেষ করে, বর্গাচাষীরা প্রয়োজনীয় দলিলাদির অভাবে ঋণ পাচ্ছে না।
- কৃষি ঋণের জন্য মনোনীত এলাকা ব্যাংকের শাখা হতে অনেক দূরে হওয়ায় ব্যাংক কর্মকর্তা এবং কৃষক উভয়েরই ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে (সময়, টাকা, পরিশ্রম)। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা দূরের ব্যাংকে যাওয়ার চেয়ে গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে বেশি সুদে ঋণ নিয়ে থাকে। তাছাড়া, এনজিওসমূহের শাখা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত থাকায় কৃষকরা এনজিও হতে ঋণ নিতে আগ্রহী হয়।
- ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষে রেয়াতি সুদহারে (৪%) ঋণ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যে সকল এলাকায় এসব ফসলের ফলন ভাল হয় সে সকল এলাকায় ৪% সুদে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ কম। ফলে, সেসব এলাকার কৃষকদের ডাল, তৈলবীজ ও মসলা চাষের জন্য বেশি সুদে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে যে সকল এলাকায় এইসব ফসলের ফলন কম হয় সেসব এলাকায় ৪% সুদে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা বেশি। ফলে, সেসব এলাকার কৃষকরা ৪% সুদের ঋণ দিয়ে অন্যান্য ফসল চাষ করছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং ঋণের আওতাভূক্ত এলাকা পরিবর্তন করতে হবে (খুলনা, বাগেরহাট ও ঝালকাঠিতে ৪% সুদে ঋণ প্রয়োজন নাই, মসলাজাতীয় ফসল কম উৎপন্ন হয়)।

৪.২ কৃষি ঋণ আদায়ের অসুবিধাসমূহঃ

❖ একজন ঋণগ্রহীতা একইসাথে কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে কৃষকরা অতিরিক্ত ঋণের দায় বহন করে যা ঋণ আদায় কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

❖ অনেক ক্ষেত্রে কৃষক যে খাতে ঋণ গ্রহণ করেছে সে খাতে ঋণের টাকা ব্যবহার না করে অন্য কোন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে ঋণ পরিশোধে সে কিছুটা অনিচ্ছাকৃত বাধার সম্মুখীন হয়।

❖ কৃষকদের কর্মক্ষেত্র এবং ব্যাংক শাখাগুলোর দূরত্ব তাদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও কৃষিঋণ আদায়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

❖ এছাড়াও, ব্যাংক থেকে পুনরায় বেশি পরিমাণে ঋণ গ্রহণের জন্য বর্তমানের গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে হয় বলে অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা আত্মীয়-স্বজন/মহাজন/এনজিও/অন্য কোন ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে বর্তমান ঋণ পরিশোধ করে থাকে। পরবর্তীতে কৃষি ঋণ গ্রহণ করে ঋণের অধিকাংশ টাকা দিয়ে পূর্বের ঋণ পরিশোধ করে থাকে। ফলে, ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের টাকা কৃষিখাতে ব্যয়িত না হয়ে ধার দেনা পরিশোধ করতে ব্যয় হচ্ছে।

❖ কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না বলে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

❖ ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে তা সরকার কোন এক সময় মাফ করে দিবে বিধায় তা পরিশোধ করতে হবে না। এ ধারণা অনেকে পোষণ করায় ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ঋণ পরিশোধ করে না।

❖ গত মৌসুমে উত্তরবঙ্গের আলুচাষীরা প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বিধায় তাদের অনেকেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই।

অধ্যায় ৫

সুপারিশমালা

সুপারিশঃ

- ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা খোলার উদ্যোগ নেয়া;
- গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখাসমূহে পর্যাপ্ত জনবলের যোগান দেয়া এবং মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান/তদারকির জন্য অতিরিক্ত খরচ ব্যাংক বহন করবে সে ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- কৃষি ঋণ খাত অনুযায়ী ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, অন্য কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে নজরদারি বৃদ্ধি করা;
- কৃষকের সঠিক পরিচিতি নিশ্চতকরণ;
- কম খরচে কিভাবে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় তার জন্য কৃষকদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- শস্য বীমা চালু করা দরকার যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পায়;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে শস্য গুদাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- কৃষি ঋণের আবেদনপত্র আরও সহজীকরণ; এবং
- ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি ঋণের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা জরুরি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করছে কিনা সে ব্যাপারে তদারকী আরো জোরদারকরণের আবশ্যকতা রয়েছে।
- ৪% সুদে রেয়াতী ঋণের অগ্রাধিকার অঞ্চলের আওতা বাড়ানো এবং সঠিক তদারকীর মাধ্যমে একর প্রতি সর্বনিম্ন বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোসহ ঋণ বিতরণ সহজীকরন করা প্রয়োজন।

উপসংহারঃ

জরিপ দলের প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত মতামত বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মাণ হয় যে, কৃষিঋণ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। আলোচ্য সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সমীক্ষাদল প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে সমীক্ষাটির প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে। সমীক্ষাটির জরিপলব্ধ পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি প্রণয়নে কিছু নির্দেশনামূলক ভূমিকা রাখতে পারে যা পরবর্তীতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।